



GOVT. COLLEGE OF ENGINEERING &
TEXTILE TECHNOLOGY, BERHAMPORE

কনিষা

অণু ভাবের আত্মপ্রকাশ...

COLLEGE MAGAZINE 2K17



KONIKA

COLLEGE MAGAZINE

***GOVT. COLLEGE OF ENGINEERING
&
TEXTILE TECHNOLOGY***

BERHAMPORE, MURSHIDABAD, WEST BENGAL





Magazine Editor	:	Indranil Biswas (2 nd Year) Bandhan Das (2 nd Year) Suryakanta Saradar (3 rd Year) Subhankar Roy (3 rd Year)
Publisher	:	Student's Association-2016-17 Govt. College of Engg. & Textile Technology Berhampore
Cover page & Decoration	:	GCETTB Magazine Committee 2016-17
Publisher Date	:	5 th September 2017





Our College, since its inception, has always been proud of its students' Association for its very cordial relationship with the family members and also for its constructive approach to the development of this college. The different cultural activities and indoor games and outdoor games competition conducted by the Students Association give an opportunity to each and every student to develop their personalities and explore their hidden talent.

The publication of the yearly magazine 'konika' is one of such endeavors to bring out the literal skills of the students. I congratulate the students Association for publishing this magazine after a gap of few years. Congratulation also goes to the students who have contributed to this magazine, which I believe, will earn the readers' sincere appreciation.

Prof. Dr. Abhijit Biswas

Officer-in-charge

Govt. College of Engineering & Textile Technology

Berhampore, West Bengal





STUDENT'S ASSOCIATION 2K16-17

President	: Manoj Kumar Sharma
Vice President	: Prolay Mondal
General Secretary	: Soumyajit Hati
Assistant General Secretary	: Hindole Mukherjee
Finance General Secretary	: Ginish Singha
Games & Common Room Secretary	: Souryadeep Mondal
Orientation Secretary	: Soumyajit Hati
Cultural Secretary	: Suryakanta Saradar
Education Secretary	: Sourav Samanta
Alumni Liaison	: Hindole Mukherjee
Career Secretary	: Subhankar Roy



কণিকা

~ সূচিপত্র ~

1. তুমি-Ritwik Dutta (4thyear, E.E)
2. কণরা আসবেই – Sagnik Chakraborty(2ndyear, C.S.E.)
3. শেষ বেলারঘুম– Dwaipayan Biswas(2nd year, C.S.E.)
4. তোর প্রতি – Subhankar Roy(3rdyear, E.E.)
5. রাতজাগা তারা – Mintu Routh(1styear, T.T.)
6. উপস্থিতি – Mintu Routh(1st year, T.T.)
7. বিভ্রান্ত –Subhankar Roy(3rdyear, E.E.)
8. তুমি–Soyel Ahmed (1styear, T.T.)
9. মুক্তি–Kazi Ashiqueur Rahaman(4thyear, C.S.E.)
10. তোমার অপেক্ষায়– Sukdev Das(1styear, T.T.)
11. বিরলদৃশ্য – Rudra Narayan Saha(1styear, T.T.)
12. বিস্মৃত হওয়ার হাওয়া –Sagnik Chakraborty(2ndyear, C.S.E.)
13. সওদা যখন প্রতিভার –Sagnik Chakraborty(2ndyear, C.S.E.)
14. স্মৃতির সরণি বেয়ে -Rudra Narayan Saha(1styear, T.T.)
15. হঠাৎ-Mintu Routh(1styear, T.T.)
16. Society.....Is that all???- Sourjadip Hati(1styear, E.E.)
17. Slow Dance- Sourjadip Hati(1styear, E.E.)
18. তুমি বুঝবেনা –Sagnik Chakraborty(2ndyear, C.S.E.)
19. অপ্রকাশিত –Sharmistha Ghosh(1st year, T.T)
20. I WILL GUESS YOUR AGE(2017)- Benazir Ashif(1styear, M.E.)
21. QUIZ- Saheb Bhattacharya(4thyear, T.T.)
22. অঙ্কন

ভূমি

তোমার মতন কজন আছে?

রাত জেগেছে একলা ঘরে;

ডুবিয়ে বাঁশি মনের জোরে,

আস্তু বলে একটু কাছে।

মানুষ সামাজিক জীব। জীবনের প্রতিটি স্তরের উত্থানপতনের মধ্যে দিয়ে সমাজের প্রতিটি দায়বদ্ধতাগ্রহণ ও পালনের উপর ভিত্তি করেই তার সমাজের অভ্যন্তরে পদার্পণ। ছোটোবড়ো পদক্ষেপ ফেলে সে এগিয়ে চলেছে অগ্রগতির দিকে। সমাজকে নিয়ে চলেছে সভ্যতার শিখরে। তাই আমরা আজ সৃষ্টির আদি পর্যায়ে প্রস্ফুটিত হওয়া দুটি নিষ্পাপ নরনারীর যোগ্যতম

উত্তরাধিকারীরূপে বিবেচ্য।

অতীতের প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে বর্তমানে প্রগতির অগ্রগতির সাথে সাথে আমরা এগিয়ে চলেছি ভবিষ্যৎ পৃথিবীর কোন এক দিশাহীন প্রজন্মের উদ্দেশ্যে। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, যুগের অগ্রগতির সাথে সাথে মানবসভ্যতা তার বিকাশের মধ্যে দিয়ে সমাজকে নিয়ে চলেছে সুপ্রাচীন ধারা থেকে এক আধুনিক উপলব্ধির পথে। সামাজিকতার সূত্রে পালিত সভ্যতার নিয়মাবলী গ্রহণ ও বর্জনের সম্মুখে আমরা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে বেঁচে আছি কোনও এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের আশায়। মানবসভ্যতার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে আমরা হয়ে পড়েছি আরও বেশি রক্ষণশীল।

বাস্তবতার ভিত্তিতে বিচার করলে বোঝা যায়, একটি শিশু যখন প্রথম জন্মলাভ করে, প্রথমবার পৃথিবীর আলো দেখে, তাকে জন্মদাত্রির নাড়িসংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সতর্ক করে দেওয়া হয় যে সেও এই মানবসমাজের একনিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ দাস ভিন্ন কোন ভিন্নগ্রহের জীব নয়। তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়ভার চলে আসে তার পরিবারের হাতে, যে পরিবার এই রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থার মূল অঙ্গ। পরিবারের সদস্যবৃন্দের শিক্ষাদান এবং

শিশুটির শিক্ষাগ্রহণের ক্ষমতার উপর ভিত্তি করেই তার বোধ দৃষ্টি প্রস্ফুটিত হয় এবং ধীরে ধীরে সমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে চিন্তন ও মনন শক্তি দিয়ে নিজের স্থান অর্জন করে নেয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তারা প্রকৃত শিক্ষালাভ করেও সমাজজীবনের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেছে বা তাদের সমাজের প্রতি নিমিত্তমাত্র দায়িত্ব।

মানবিকতা ও মূল্যবোধ একই মানুষের দুটি পরিপূরক সম্বন্ধ। মানবিকতা যদি আন্তরিকতার আধার হয়, মূল্যবোধ হবে সেই ভাবপ্রকাশের বাহ্যিক ভঙ্গিমা। আমরা সমাজের কাজে তখনই ব্যক্ত হই, যখন মানবিকতার অন্তরালে মূল্যবোধকে সমাজের কাছে প্রদর্শন করতে পারি। সমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে মূলস্রোতের কেন্দ্রবিন্দুর দিকে অগ্রসর হয়ে আন্তরিকতার সাথে আমরা যখন সত্যতাকে আপন করতে শিখি, সেও তখন আমাদের মূল্যবোধকে স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে সামাজিকভাবে উচ্চতরস্থানে বিরাজ করতে থাকে। তাই পরোক্ষভাবে হলেও প্রতিটি সমাজ তার অভ্যন্তরে বসবাসকারী ভিন্নস্তরের, ভিন্নজাতির মানুষের উপর নির্ভরশীল।

মানুষ যখন ভূমিষ্ঠ হয়, পায়ের তলায় মাটি পায়, তার করণীয় কর্তব্যসমূহ বুঝতে ও পালন করতে শেখে, তখন থেকেই তার সামাজিক অধিকারও জন্মলাভ করে। সমূহ বাধাবিপত্তি, প্রতিকূল-অনুকূল পরিবেশের মধ্যে দিয়ে

অগ্রসর হয়ে আমরা রক্ষণশীলতার অধিকার অর্জন করে সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের প্রতীকরূপে সমাজের কাছে আত্মসমর্পণ করি।

পরিসংখ্যান গণনানুযায়ী দেখা যায়, সময়ের সাথে সাথে আমরা যত নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে শিখেছি, সমাজের উন্নতিসাধনের স্বার্থে সেই মানবাধিকারকে কাজে লাগিয়ে সত্যতার এক বিপুল পরিবর্তন এনে অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে শীর্ষস্থান লাভ করেছি। কিন্তু জীবনের মূলস্রোতের দিকে প্রবাহিত হয়েও আমরা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই রয়ে গিয়েছি যা পরিবর্তনশীল নয়।

সমাজের উন্নয়ন ও সভ্যতার অগ্রগতি সাধনের প্রতি মানজ্ঞাতির দান সর্ববৃহৎ। কিন্তু তবুও কি মানুষ নিজেদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ-সংঘাত ত্যাগ করে এক নির্মল সমাজব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হতে পারে না-যে সমাজের প্রতিটি মানুষের মনে থাকবে এক আদরশ পরিচালনার কর্মঠ চিন্তাধারা? আমরা কি সত্যিই এক তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সন্ধান পাব যা যুদ্ধের ফল হবে সুদূরপ্রসারী ও মানবসভ্যতা তার ধ্বংসের দিকে আরো এক পা এগিয়ে যাবে? সামাজিকতার বৃহৎ পরিসরে আবদ্ধ মানবজাতিই একমাত্র পারে তার পারিপার্শ্বিককে সচেতন মনোভাব প্রদর্শন করে সমাজের উন্নতিসাধনের মুক্ত পথে পরিচালনা করতে। আর সেই পরিচালনার সূত্রপাতের মধ্যেই নির্ভর করছে মানবজাতির বিনাশের সময়সীমা। বিশ্বব্যাপি সভ্যতার কাছে জার গুরুত্ব অপরিসীম।

RITWIK DUTTA
ELECTRICAL ENGINEERING, 4TH YEAR

কর্ণবা আসবেই

‘মানুষ’-এই শব্দ- মান আর হঁশ নিয়ে-
তবু স্বার্থপরতা প্রধান বৈশিষ্ট্য।
ধারণা ছিল যে, একমাত্র জননী হতে পারলে-
স্বার্থপরতা চখে পড়ে না।
তবু সেটাও সত্যি নয়-পরে বুঝেছি;
‘সন্তানই সব’-যখন সে বৈধ-
নয়ত আবার সুলভ স্বার্থ সন্ধান।
দেখ মহাভারতের কুন্তীকে-
বিবাহপূর্ব অভিযানের ফল কর্ণ;
জন্মতেই যার মৃত্যুর প্রচেষ্টা-অশ্বা নদীর জলে;
যাক- সে মরেনি তখনই।

‘Live Together’ এর যুগে ‘Single Mother’ ধারণা কি
অলীক?

সন্তানকে গড়ে তুলতে, জন্ম দেওয়া ছাড়া
আর কতটা পিতৃসাহায্য হিড়িম্বা পেয়েছিল?
তবু তো হিড়িম্বা রাষ্ট্রসংশ্লিষ্ট!!
তবে, কর্ণকেই কেন বলি দিতে হয়
কুন্তি কর্ণকেই কেন অনুরোধ করে- ভাত্‌হত্যায় অংশ না নিতে?
তারা বৈধ বলে? আর কর্ণ অবৈধ-তাই সে দোষী?!
দায়টা কার?!

আজ রাতের রাস্তায় কান খোলা রেখে হেঁটো-
ডাস্টবিনের পাশে যদি নাকের সাথে সাথে-
কানেও যদি চাপা না দাও-
তবে শুনতে পাবে- এ যুগের কর্ণের কান্না।
অবশ্য যদি ‘কান্না’ কথাটাকে আমল না দিয়ে,-
বলো- ওটা ‘চিৎকার’;

তবে বলি-
ওটা-‘ঐতিহাসিক চিৎকার’।
অথবা কাল্লা-
‘সামাজিক অবক্ষয়ের কাল্লা’,
যেটা কিনা সনাতন!!
মানবিক মূল্যবোধ যেখানে, ডাস্টবিনের পাশে
শুয়ে থাকে-
সংহতি ও ঐক্য সেখানে পরিহাস।
বৈধ হলে- যাদের ‘দুষ্কপোষ্য শিশু’ বলে-
মুখে বরধাতুর চামচ তুলে পরিবার;
তারাই এখানে-অবৈধ,অপরাধী;
জন্মমুহূর্তে কারোর মুখে জোটে একদলা নুন-
লক্ষ্যে-শ্বাসরোধ;
প্রয়োজনটা-জৈবিক,সামাজিক-
স্বার্থগত।
অথবা,কেউ ঐ দুস্তবিনের পাশে স্থান পায়।
আমাদের নিয়ে একটাই স্বপ্ন-‘মৃত্যু’,কারণ আমরা অবাস্তিত।
যদি জন্মে যাই কোন ভাবে তবে-আমি কর্ণ,
আমিই অলিভার টুইস্ট।
তোমরা বলবে-‘Seduce’ করেছিল,
বোকা বানিয়েছিল, ওইটা ‘Bamboozle’,
“It was a Circumvent...”
তোমাদের তৃতীয় হাত “অজুহাত”-
-ভুলি কেমনে?
তোমাদের তৃতীয় দুর্বলতা -‘স্বার্থ’-
-জানিনা কি তা!!
মোহিনীশক্তির অভিযানে যারা হারায়-

তারা যদি দোষী না হয়-

তবে আমরা তো পরিণতিহীন এক একটা বর্জ্য-
কর্ণকেই ভেসে যেতে হয় নদীতে,
কর্ণকেই শুয়ে থাকতে হয়-ডাস্টবিনের পাশে,
কর্ণরই আসে-ভবিষ্যতের গ্রাস হয়ে!!
-তবে আসুক,
গ্রহন তাদের করতেই হবে-
তৈরি থেকো।

Sagnik Chakraborty
Computer Science and Engineering, 2nd year

শেষ বেলার ঘুম

শেষ রাতে একলা পথে ফিরছিলো সে ঘরে
হাতে দুটি পয়সা সাথে অনেক স্বপ্ন নিয়ে
শীতের রাতে কুয়াশা মাঝে পথটা গেছে হারিয়ে
একলা ঘর যে ডাকছে তাকে ক্লান্তি সাথে নিয়ে
সকাল থেকে রাতের শেষে দুটি ভাতের আশায়
দিনগুলো যে কাটে তারই হাজারও প্রত্যাশায়।

ক্লান্তি যখন শীতের রাতে জড়িয়ে ধরে তাকে হঠাৎ
যেন মৃত্যুপুরি স্বাগত জানায় ওঁকে
নির্জন রাতে ফাকা পথে এলো যখন তারা
মাতাল হাওয়া ছলছাড়া দিশাহীন পথে ঘোরা
নির্জনতা ভেঙ্গে দিয়ে একটি তীক্ষ্ণসূর
জানিয়ে দিল আকাশে বাতাসে সব স্বপ্ন চুড়।

শেষের চিঠি পৌছালো না তার বাড়ির পথে দেহখানা
যে দিকভ্রান্ত শ্মশান পথের দিকে স্বপ্নেরা আজ ব্যর্থ
চিঠি লিখলো তারই কাছে শেষ হয়েছে যাত্রা আমার
রক্তমাখা গায়ে।

মাতাল দুনিয়া দিশাহীন স্রোতে ভাসতে শুরু করে
বাঁচার অধিকার নিয়েছে কেড়ে হাজার তোমার সাথে।

দ্বৈপায়ন বিশ্বাস
(দ্বিতীয় বর্ষ, CSE)

তোৰ প্ৰতি

প্ৰশ্ন কৰি তোকে
কেন বাৰে বাৰে যাই শুধু আমি তোৰ দিকে?
ফেলে আসা সেই অতীতৰ টানে
ফিৰে ফিৰে আসা
বিষাক্ত কীটৰ যন্ত্ৰণা,
বিষন্ন মৰুপ্ৰান্তৰে, বিবৰ্ণ
সাদাকালো ৰূপসা চিত্ৰেৰ
কাছে টেনে নেওয়ার বেদনা।

ছড়িয়ে থাকা ‘ফেলে আসা’
ৰোদে পুড়ে প্ৰাচীন প্ৰস্তৰেৰ
ন্যায় আনমনা মনেৰ
গভিৰ অন্ধকাৰে কেন
নাড়া দিয়ে ওঠে?

কেন মনে হয় আজও
কোনো দিগন্তেৰ শেষপ্ৰান্তে
অপেক্ষায় তুই আৰ
আমাৰ বেদুইন অপ্সৰা
তোৰ দিকে ছোটে?

কেন তুই শুধু অচেতন
মনে সচেতন স্পৰ্শ কৰে
দূৰে থেকেও ব্যাকুল
কৰিস আমায়?

কেন মনে হয় সঙ্গীহীন আমি
কিন্তু চারপাশে আমার সবাই?
কেমন যেন
ইন্দ্রজালের ন্যায়
মায়াজালে আটকা পড়ে
জালহীন মাছের মতো
ব্যাকুল যন্ত্রনায় বাঁচার আন্ডায়
মুক্ত বাতাসের ন্যায়
চাই শুধু তাকে পাশে;
কেন মনে হয়
উদাস সময়, আনমনা চঞ্চলতায়
আমার অতীত বর্তমানে
শুধু তুই আমার প্রতিটি দীর্ঘশ্বাসে!
তাই প্রশ্ন করি,
বলতে কি পারবি এই পাগল ছেলেটিকে,
কেন বারে বারে যাই শুধু
আমি তোর দিকে??

Subhankar Roy

Electrical Engineering, 3rd

year

রাতজাগা তারা

পূর্ণিমা রাতের আকাশ
জ্যোৎস্না মাথা বাতাস
দিয়ে যায় মনে সাড়া,
তার মাঝে তুই এক,
রাত জাগা তারা।
সারাদিন লুকিয়ে থাকিস
দেখতে পাইনি তোকে,
সন্ধ্যা হলে নেমে আসিস
পূব আকাশের বাঁকে।
মন খারাপের রাতে
দিয়ে যাস দেখা,
যখন আমি বসে থাকি
ছাদে খুবই একা।
সারাদিনের ক্লান্তি শেষে
রাতজাগি তোর সাথে
নেই তোর কোনো বিন্দু সাড়া,
জানি তুই এক একলা মেঘের
রাত জাগা তারা।

Mintu Routh

Textile Technology, 1st year

উপস্থিতি

হঠাৎ হাওয়ায় থমকে গেলো
আমার থামখেলি মন,
নিঝুম রাতে একলা হতে
কেউ ডাক দিয়ে যায় সারাফণ।
মেঘের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে
দিয়ে যায় ফণিকের দেখা
সামনে এসেও না এসে
করে দিয়ে যাও একলা একা।
দোলা দিয়ে যায় অগোছালো মনে
ইশারায় ছুঁয়ে যায় আমায়,
রাতের আঁধারে তার শিহরণ
এখনো আমাকে কাঁদায়।

Mintu Routh

Textile Technology, 1st year

বিভ্রান্ত

আঁকাবাঁকা বেয়ে চলা অজানা পথ,
“কয়েক পা চলতেই বারবার ফিরে আসে শুরুর গোড়াতে”
পর্যায়ক্রমিক ঘটে চলা এই আকস্মিক সত্য
আমায় অবাক করেছে আমি ক্লান্ত,
আজ বিস্মিত আমি
আমি কি বিভ্রান্ত?
ক্লান্তির প্রতি অবগত মন
অবুঝ পাখির সচল পায়ের মত,
আমাকে চালিত করে;
তাই তো শীতল ছায়ার আশ্বাসেও
আমি চলন্ত,
আমি অশান্ত।

বারে বারে তবু কি যেন পিছু ডাকে,
কিছু বলতে চায়;
সে যেন বলে তুষার কথা,
ক্ষুধিত পেটে অন্নের কথা,
আর বলে আমি যে বড় ক্লান্ত;
আজ আমি বড় পরিশ্রান্ত।

যেন মনে হয়
আমি যেন তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে,
“অদ্বুত এক অদৃশ্য অশরীরী”,

চারিপাশ নিস্তব্ধ,
নিষিদ্ধ পরিত্যক্ত নৈশ নগরী।

বিপথেচালিত আড়ষ্ট দেহ,
ক্লান্তিহীন শান্তির অভাবী স্নেহ
আর উন্মুক্ততার আকাঙ্ক্ষা
তাকে নিয়ে চলে,

নামহীন অজানা অস্তিত্বের খোঁজে
ছুতে চলা ইচ্ছেগুলো
কেমন যেন হারিয়ে যায়
অনির্ণেয় কালের অন্তরালে।

চলতে চলতে আজ আকাঙ্ক্ষিত,
হাসি অ কাল্পনিক দ্বৈত মিশ্রিত
পরিগ্রাহনহীন নিঃস্বতা
না বলা সেই উন্মত্ততা
অগোছালো এই জীবন পথে
আমি আজ ক্লান্ত,
প্রশ্ন খোজার মায়াজালে
আমি আজ বিভ্রান্ত।।

Subhankar Roy
Electrical Engineering, 3rd year

তুমি

মরিচীকাসম জীবন মাঝে এক ফোঁটা জল তুমি
রৌদ্রতপ্ত জীবনে মোর তুমি শান্ত মৌসুমি
প্রকট তৃষ্ণার জল তুমি, অন্ধকারের আলো
মেঘের মাঝে এক ফালি চাঁদ; তারা হয়ে তুমি জ্বলো
সাগরকূলে ঝিনুক তুমি, মৃদু আলোতে ঢেউ
সমুদ্রতটে তপ্তবালি, শান্ত ছায়ার ঝাউ
ফুলের সেরা তুমি, বাগিচাতে বসন্তের সৌন্দর্য
ফুলের সঙ্গে অলির কথা ফাল্গুনের মাধুর্য
গ্রীষ্মের ওই রুক্ষ দিনে মিষ্টি ছায়া তুমি
তুমি বিনা মর হৃদয় শুষ্ক মরুভূমি
তুমি আমার চলার দিশা, তুমি আমার আশা
তোমার জন্ম রইল তোলা;
আমার অফুরন্ত ভালোবাসা

Soyel Ahmed

Textile Technology, 1st year

মুক্তি

আবেগের সঞ্চার হয়ে ওঠা কোনও
আবেগের মিথ্যে ঝড়ের অগোচরে
অজুহাত মেনে নিতে বেশ ভিজে ভিজে
শিশিরের ঘাসে সূর্যের কিছু দানা ঝরে

যেন আমাদেরও কিছু দেবার আছে
আছে কিছু সোনালী রূপোলী গোধূলির আলো
চোখে আর মুখে রোদ মেখে দেখো
উতসাহের সমুদ্রে সীমাহীন ডানা মেলো

এক রাস্তার খোঁজ পেয়েছ তুমি
যা এখনো অনাবিষ্কৃত
শুরুতে হতে পারো তুমি ধিকৃত
চলে দেখ উপহার বেচে কি মমৃত
এক স্বপ্নের খোঁজ পেয়েছ তুমি
যা এখনো দূর বাস্তবতা
হাতছানি মন হয়ে ব্যাকুল
সময় এসেছে দেখা এক নতুন স্পর্ধা

এক মানুষের খোঁজ পেয়েছো তুমি
যার জন্ম ঠিক এই মুহূর্তে
নতুন ভাব বিশ্বাসী চিন্তার জোয়ার
এ এক নতুন আমি পুরোনো পৃথিবীতে

এক জীবনের খোঁজ পেয়েছো তুমি
যার একটাই নাম বেঁচে থাকা
জেনো সেই জীবনে হবে একা
শেষে নাইবা পেলে ভালবাসার দেখা

Kazi Ashiqueur Rahaman

Computer science and engineering, 4th

year

তোমার অপেক্ষায়

আজ পাখি হবো তোর জন্য
উড়ে যাব দূর আকাশে,
উড়তে উড়তে হারিয়ে যাবো
মেঘের শূন্য বাতাসে।
তুই অপেক্ষায় থাকবি চেয়ে
আমার ফেরার টানে,
আমি তখন উড়াল দেবো
দূর দিগন্তের পানে।
ফিরে আসবো দিনের শেষে
আকাশের শূন্যে ভেসে
ফিরবো আগের জন্মে
তোর সাথে তোর পাশে।।

Sukdev Das

Textile Technology, 1st year

বিরল দৃশ্য

টেক্সটাইল কলেজের রাস্তা।
বুকের মাঝে ঝাঁকুনি দিল কেউ,
আঁকড়ে ধরতে চাইলাম আমার কলিজাটাকে
চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে এলো হেমন্তের সকাল
ধুলো আর মানুষরূপী জীবের গন্ধে ভরে আছে শুকনো বাতাস।

কানে আসে হাজারো পায়ের ধ্বনি,
চোখের উপর ভেসে ওঠে আপনজনের মুখ,
আমি আর একটু বেঁচে থাকতে চাই,
গলার কাছে শুকনো লাগে, বুকের মধ্যে হাহাকার
ভুল করেও কি কেউ একফোঁটা জল দেবে না আমায়?

ভিড় থেকে উঠে আসছে মোবাইলের আলোর ঝলকানি
সেয়াসাল সাইটে ঠাই হবে আমার-‘একটি বিরল মৃত্যুদৃশ্য’।
আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে,
দূর থেকে ভেসে আসছে ব্যারাকের যৌবনের উল্লাস।
শূন্যে মিশে যাচ্ছি আমি, চোখের পাতায় নেমে আসছে কালঘুম।
শেষবারের মতো হাত তুলে মানুষের ছোঁয়া পেতে চাইলাম
আমার ঝাপসা দৃষ্টির সীমায় এলে না কেউ,

নিঃশব্দে মেনে নিলাম আমার নিয়তিকে।

Rudra Narayan Saha

Textile Technology, 1st year

বিষাক্ত হওয়ার হাওয়া

বিশ্ব বিষে পূর্ণ হয়ে গেছে
বিশ্বায়নের বিজ্ঞপ্তি,
বিকাশে বিষামৃত প্রাপ্তি।
বিষামৃত?
হ্যাঁ, সত্যই বিষামৃত।
বিষ যা অমর,
অমর মৃতের জন্ম দেয়।
বিশ্ব বিষাক্ত, বিষাক্ত হব তাই,
বিষাক্ত বিশ্বে বাচতে-বিষাক্তই হয়ে যাই।

Sagnik Chakraborty

Computer Science and Engineering, 2nd year

সওদা যখন প্রতিভার

আজকাল ঘরে ঘরে খুব প্রতিভার-
জন্ম হচ্ছে,
ভাবছি যে, কমদামে কিছু প্রতিভা কিনে ফেলি;
প্রতিভা বেচে ভাত খাবো।
“অশ্বখামা হত ইতি গজ”-যদি প্রতিভা হয়-
তবে
শকুনির পাশা আর দ্রৌপদীর
বস্ত্রহরনে আমি যা দেখি-
সেটাও প্রতিভা।
লোকজন কাঠঠোকরার মতো সমীচীন নয়,
তাই ঠোঁকর যেখানে সেখানে পড়ে;
সমালোচনাতে আত্মার তুষ্টি,
আমি স্পর্শকাতর-
তাই অসম আত্ম-আলোচনাতে-
আমি মুগ্ধ।
সমাজ যদি রাতে মুখোশ বেঁধে-
ঘুমিয়ে থাকে-
তবে কাব্য না হয় নগ্ন হোক।
আমার এই কাব্যে না হয় সেটা থাকুক-
যা প্রতিভার সম্পূরক- বিদীরন করুক
কিছু পরিব্যপ্ত চিন্তাশীল অন্তর্করণ।
লেখালেখি আজ সমাজের মুখ নয়-
নয় বাস্তবের চূড়ান্ত প্রতিভা।

সবটাই বালখিল্য!!

Sagnik Chakraborty

Computer Science and Engineering, 2nd year

স্মৃতির সরণি বেয়ে

এইখানেতেই ছিলাম আমি আটটি বছর এইখানে;
সঙ্গী আছে মিষ্টি স্মৃতি মন পড়ছে পিছুটানে,
গ্রীষ্ম শেষে সজল মেঘের বর্ষামুখর ভোরে;
জীবন বিজ্ঞান হানা দিত আমার মনের দোরে,
পড়ছে মনে, ক্লান্তিবিহীন বোতল নিয়ে খেলা;
বন্ধুরা সব গলা ধরে একসাথে পথ চলা,
স্মৃতির পাতা উল্টে দেখি তেমনই আছো তুমি;
বাল্যের খেলাঘর, রামপ্রসাদ বিদ্যাপীঠ, আমার তীর্থভূমি ।।

হেথায় আমার প্রথম রোমান্স, প্রথম গোঁফের রেখা;
বিশাখা ম্যামকে ভালোবেসে বাংলা পড়তে শেখা,
পড়ছে মনে স্যার ম্যামদের স্নেহভরা মুখ;
কখনও আদর কখনও কানমলা, তবু ভরে আছে বুক,

অরুণ আলোয় ভরে আছে স্বপ্ন রাঙা দিন;
তবু কানটি ধরে ঘোরার স্মৃতি হয়নি মলিন,
স্মৃতির পাতা উল্টে দেখি তেমনি আছো তুমি;
বাল্যের খেলাঘর, রামপ্রসাদ বিদ্যাপীঠ, আমার তীর্থভূমি ।।

চৈতিরাতে পলাশবনে ফোটে যখন ফুল ;
স্নিগ্ধ সমীরণের ছোঁয়ায় মন হয় বেকুল,
ভাবি তখন কৃষ্ণচূড়া, কদমগাছের তলায়;
আমার স্বপ্ন কত ছড়িয়ে আছে নিতান্ত অবহেলায়'
হাসিকান্না, ভালবাসায় হেথায় কেটেছে কতক্ষণ;
প্রতিটি ইট, প্রতিটি ঘাস আমার আপন জন,
স্মৃতির পাতা উল্টে দেখি তেমনিই আছো তুমি;
বাল্যের খেলাঘর, রামপ্রসাদ বিদ্যাপীঠ, আমার তীর্থভূমি ।।

তিলে তিলে গড়েছ আমায়, তাইতো তোমায় ভুলিনি;
ইট পাথরে গড়া, আমায় স্নেহময়ী নীরব জননী;
যেথায় থাকি যাই করি মা রাখব তোমার মান;
তুমি আমার আলোকতীর্থ, স্বর্গের সমান,

তোমায় ছেড়ে আছি কত বহুবহু দূরে;
ভিজছে চোখের পাতা, মন বাজছে করুণ সুরে,
স্মৃতির পাতা উল্টে দেখি তেমনই আছো তুমি;
বাল্যের খেলাঘর, রামপ্রসাদ বিদ্যাপীঠ, আমার তীর্থভূমি ।।

RUDRA NARAYAN SAHA

1st year TT

হঠাৎ

চোখ বন্ধ করলে একটাই মুখ
ভেসে আসে আজ মনে,
তোকেই খুঁজে পাই হৃদয়ের জানালায়
খুঁজে ফিরি মনের কোনে।
মনে পড়ে যায় তোর অপরূপ দুই চোখ,
মিষ্টি মধুর মুখ,
স্বপ্নে পেয়ে আজ হৃদয়ের জানালায়,
পেয়েছি পরম সুখ।
স্মৃতিগুলো ভেসে আসে
সমুদ্রের ঢেউ তার মতো
আছড়ে পড়ে হৃদয়ের তীরে,
তখনই তোকে খুঁজে পেয়ে যাই
মনের অঁচিন নীড়ে।।

Mintu Routh

Textile Technology, 1st year

Society.....Is that all???

She bears the bruises on her body,
the scaring scars on her skin.
Her marks be speak the inhumanity of humans,
that remains unseen.

“You shall demean yourself
In the eyes of the society”,
The words haunt her ears,
time and again.

She craves to cry her heart out!
Only to witness her pleadings,
die in vain.

Patriarchy, with all its creepy and
devious means finally draws the
curtain over her belittled existence,

Sourjadip Hati
(1st Year – Electrical
Engineering)

SlowDance

Have you ever watched kids on a
merry-go-round?

Or Listened to the rain slapping on the
ground???

Ever followed a butterfly's erratic
Flight ?

Or gazed at the sun into the fading
Night ?

You better slow down .

Don't dance so fast .

Time is short .

The music won't last .

Do you run through each day on the

Fly ?

When you ask , "how are you ?"

Do you hear the reply ?

When the day is done , do you lie in
Your bed ,
With the next hundred chores running

Through your head ?
You'd better slow down
Don't dance so fast
Time is short .
The music won't last .

Ever told your chid ,
We'll do it tomorrow ?
And in your haste .
Not see his sorrow ?

Ever lost touch ,let a good friendship

Die
Cause you never had time
To call and say ,“hi”

You'd better slowdown .
Don't dance so fast .
Time is short

The music won't last

When you run so fast to get
Somewhere
You miss half the fun of getting there.

When you worry and hurry through
You day,
It is like an unopened gift.....
Thrown away.

Life is not a race.
Do take it slower
Here the music
Before the song is over.

SourjadipHati

(1st Year – Electrical Engineering)

তুমি বুঝবে না...

ইতালির ভগ্নস্থূপ বেনোদত্তা ব্যাসিলিকার
সামনে দাঁড়িয়ে 'Casanova' 'Casanova' বলে
চিৎকার করছি - এমন অবস্থায় নিজেকে
কল্পনা করায় আমি যে সুখ পাই-
তুমি তা বুঝবে না ।

মস্কোয় আতিপ্রাকৃত, ঐতিহ্যশীল
ফুটপাথে, শুধু একটা আদর্শ রক্ষার্থে
পেরেক দিয়ে অণুকোষ গিঁথে দেওয়ার মধ্যে
যে স্বার্থত্যাগ- তার যে সুখ-
আমি তা বুঝি - কিন্তু -
তুমি তা বুঝবে না ।

কোনো শীতের ভোরে - হরিণের
বুকের মতো গরম এক লেপের তলায় - শুয়ে আছি;
হঠাৎ heart attack -আমি
Black hole এর মধ্যে superposed হয়ে গেলাম -
যেখানে আমার আশেপাশে কোনো অতসী ফুল নেই -
হঠাৎ কি হয়ে গেলো -
তুমি তা বুঝবে না ।

তাই দু'বিঘা জমি হারিয়ে উপেন কেন কাঁদেনা - আর
The Naked King -এবাস্তার এত স্পর্ধা কোথা থেকে আসে -

তুমি তা বুঝতে পারো না

Perspectiveটা ভিন্ন কিন্তু functionটা একই - তুমি
বক্তব্য এটাই - তুমি বুঝতে পারো না ।
তুমি কখনো বুঝতে পারোনি ।

ভেবোনা এক কথা বলে বলে, পারস্পরিক দোষারোপের -
বমনেচ্ছা জেগেছে আমার ।
ব্যাপারটা অভিমানগত ।
ওহোহ্! অভিমানও তো বোঝোনা তুমি -
ও কিছু না - ওটা অ, আ, ক, খ - না, না -
Oh sorry, sorryওটাx, y, z ---
মাতৃভাষায় তোমার লজ্জা করে...

আর বেশী দেরি নেই,
এবার বুঝবে...
বুঝবে সেদিন-যেদিন দেশলাই নয় মশাল জ্বলবে !!
বুঝবে সেদিন-যেদিন ঘরে ঘরে হাতবোমা পড়বে !!
বুঝবে সেদিন-যেদিন আবার কাঁদবে --
'হাজার চুরাশির মা' ।।

SAGNIK CHAKRABORTY
2nd Year, CSE

অপ্রকাশিত

Sharmistha Ghosh

TT 2nd Year

আমার কোন নাম নেই, তোর নামটাই ছিল আমার স্বীকৃতি,
তোকে ঘিরেই ছিল আমার সবটুকু, অভিমান করে একা রেখে
চলে গেলি,একবারও ফিরে তাকালি না তুই, সেই দিনগুলোর
দিকে!!

যেদিন তুই তোর প্রিয়বন্ধুদের সাথেও যা যা বলতে পারতিস
না, আমায় বলতিস, আমিও মন দিয়ে শুনতাম, কিছু বলার
সামর্থ্য যে ছিল না আমার।

মনে পড়ে সেই প্রথম দিনের কথা,তখন কীসে
পড়তিস বেশ, ক্লাস এইট মনে হয়,অঙ্কের স্যারের কথা শুনে
আমায় দেখতে এসেছিলিস,স্যারকে খুব ভালোবাসতিস, সম্মান
করতিস, তাই ওনার কথায় আমার সাথে বন্ধুত্ব করেছিলিস,
তখন আমি যেই মেয়েটাকে চিনতাম, সে যে কোথায় হারিয়ে
গেল! কোথায় হারিয়ে ফেললি তাকে, খুঁজে পেলাম না আর,
সেই হাসিখুশি তিতলি, তখন তুই নাটক করতিস মঞ্চে, বাস্তবে
করতে শিখিসনি তাই সেইজন্যেই হয়তো তোর হাসিটাও প্রাণখোলা

ছিলো, দিনের শেষে রোজ আমায় শোনাতিস কত মজার গল্প, বন্ধুদের সাথে খুনশুটি, দাদার সাথে মারপিটের কথা, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে জীবনের চোরাবালিতে হঠাৎ করে বড় হয়ে তুই, স্বাবলম্বী হয়ে গেলি, তোর জীবনে সবকিছুই ধীরে ধীরে বদলে গেলেও একটা অভ্যাস বদলায়নি, যাই হোকনা কেন!

দিনের শেষে ফিরে আসতিস আমার কাছে, কখনো খুব হাসতিস, কখনো কখনো বুঝতাম হাসার চেষ্টা করছি, কখনো পাগলের মতো কাঁদতিস, কিন্তু আমার যে প্রাণ নেই, তোকে থামাবো কী করে? তোকে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে দেব কি করে? হ্যাঁ জানি, এরকম একটা মানুষও তোর জীবনে ছিল, যাকে ঘিরে তোর সব হাসি কান্না ছিল, কিন্তু তার হাতটা ধরে কাঁদার মতো সাহস হত না যে তোর, আমার পাতায় পাতায় স্পষ্ট ছিল তোর ভালোবাসা, তোর আবেগ-অনুভূতিগুলো, তোর সেই পাগলটার একটা অস্পষ্ট ছবি ঐঁকে ফেলেছিলাম তোর কথাতেই আমি, খুব ইচ্ছে ছিল অন্তত একবার তোর সাথে দেখা করার, নিজেকে মেলে ধরবো তোর কাছে, মুছিয়ে দেবো তোর চোখের জল, কিন্তু যেদিন তুই ‘some relationships are only destined to be friends’-বললি, সেদিন তুই ওটা নিজেকে বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করেছিলিস, আমায় না, তিতলি আমার খুব চেনা, খুব কাছের, টার চোখ দেখেই সব বুঝতে পারি আমি, তোদের প্রেমটাও ছিল আমাদের বন্ধুত্বের মতো, তুই সবকিছুই উজাড় করে আমার কাছে সঁপে দিতিস, কিন্তু আমার কাছে কোন উত্তরই ছিল না। সেই দিনটা মনে পড়ে খুব- যেদিন তুই

পাগলের মতো কেঁদেছিলিস আমাকে জড়িয়ে ধরে, আর বলেছিলিস ‘কিছু শূন্যস্থান পূরণ হয় না’,খুব কেঁদেছিলিস, আর কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলিস ‘অনেক দূরে চলে যাবো,সবার থেকে দূরে, চাইলেই কেউ কোনদিনও আর খুঁজে পাবে না আমায়’, যেদিন সবার কথা মনে পড়েছিল তোর, শুধু আমার কথা মনে পড়েনি। আমার যে তুই ছাড়া কেউ নেই, আমার পৃথিবী যে তোকে ঘিরে, সেসবই তুই ভুলে গেলি। ছোটবেলা থেকেই অসম্ভব জেদি তুই, তাই আমার বুকে লিখেছিলি ‘যে ইচ্ছে করে হারিয়ে যায়, তাকে খোঁজা যায় না, তাই বৃথা চেষ্টা করে সময় অপচয় করিস না আর আমার জন্য’, বুঝতে পারিনি তোর সাথে আমার ওটাই শেষ কথা হবে, তারপর সবার উপর অভিমান করে, সেই তোর পাগলটার উপর অভিমানে তুই আমাকেও ছেড়ে চলে গেলি.....

আজ ৩ বছর হয়ে গেলো, তোর ফেরার পথ চেয়ে আজও আমি বসে আছি, অনেকদিন বাইরের পৃথিবীর সাথে পরিচয় হয়নি আমার, আলো দেখিনি বাইরের, কিন্তু একদিন আমি বেরোবোই, তবে তোকে খুঁজতে নয়, সেই মানুষটার কাছে তোর সেই না বলা গল্পগুলো শোনাতে, পারলে ক্ষমা করে দিস, হয়তো সেই সময়টা ঠিক হবে না, অনেকটা দেরি হয়ে গেছে, কিন্তু আমারও যে কিছু করার ছিলো না, চেয়েও কিছু করতে না পারার যন্ত্রণাটা তুই তো বুঝিস, তুই বলেছিলিস ঘরে যাবি কিন্তু পালিয়ে গেলি রে, তবু আজও তোর অপ্রকাশিত আবেগগুলো আঁকড়ে ধরে বসে আছি আমি, একদিন পৌঁছে দেবই,

‘তোর বোবা ডায়েরি’।।

I WILL GUESS YOUR AGE

(2017)

Follow the steps (use a calculator if you want)

- Pick any number from 1 to 10 .
- Multiply the number by 2.
- Add 5 to your total.
- Multiply new total by 50.
- If you already had your birthday this year add 1767 to the total

Else add 1766 to the total .

- Subtract from your total the year in which you were born (eg :- minus 1998)

Now your total should be a three digit number

The first number of your total will be the number you chose at the beginning .

And ! the remaining two numbers are your age.

Benazir Ashif

1st year M.E

QUIZ

1. which country having max natural gas consumption as per latest CIA fact book report?

i. China ii. European Union iii. United States iv. Japan

Ans:- iii

2. which is the world's second largest desert?

i. Australian ii. Austria iii. Sahara iv. None of these

Ans:-i

3. which is the 1st digital state in India

Ans:- Kerala (Dist:- Idukki)

4. Where is the venue for 2020 Olympics?

Ans:- Tokyo

5. Who won 2016 Nobel prize in literature?

Ans:- Bob Dylan

6. Which company has decided to invest \$150 million for the Indian startups?

Ans:- Qualcomm

7. which was the first metal used by man?

Ans:- Copper

8. Which state has the largest population in India?

Ans:- Uttar Pradesh

9. Who was the first Indian to make a movie?

Ans:-GovindPhalke

10. The one train line in India still owned by the british-

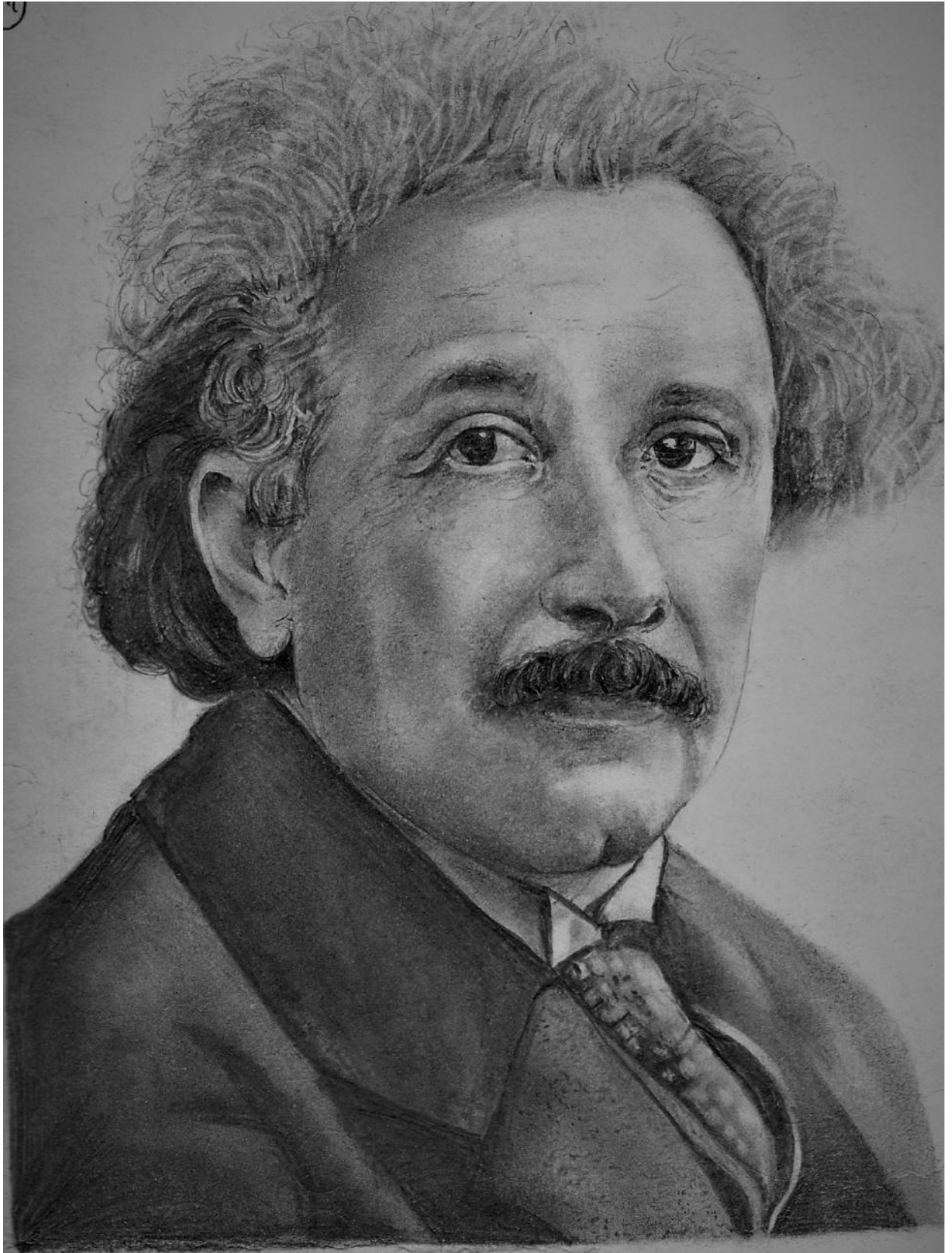
Ans:-Shakuntala railways (Yavatmal to Mumbai)

11. Which industry has been started by firstly J. TATA in his business career?

Ans:- Textile Industry [Ampress mill]

Saheb Bhattacharya

(4th year – Textile Technology)



ABHIJIT KARMAKAR

TEXTILE TECHNOLOGY (1st YEAR)



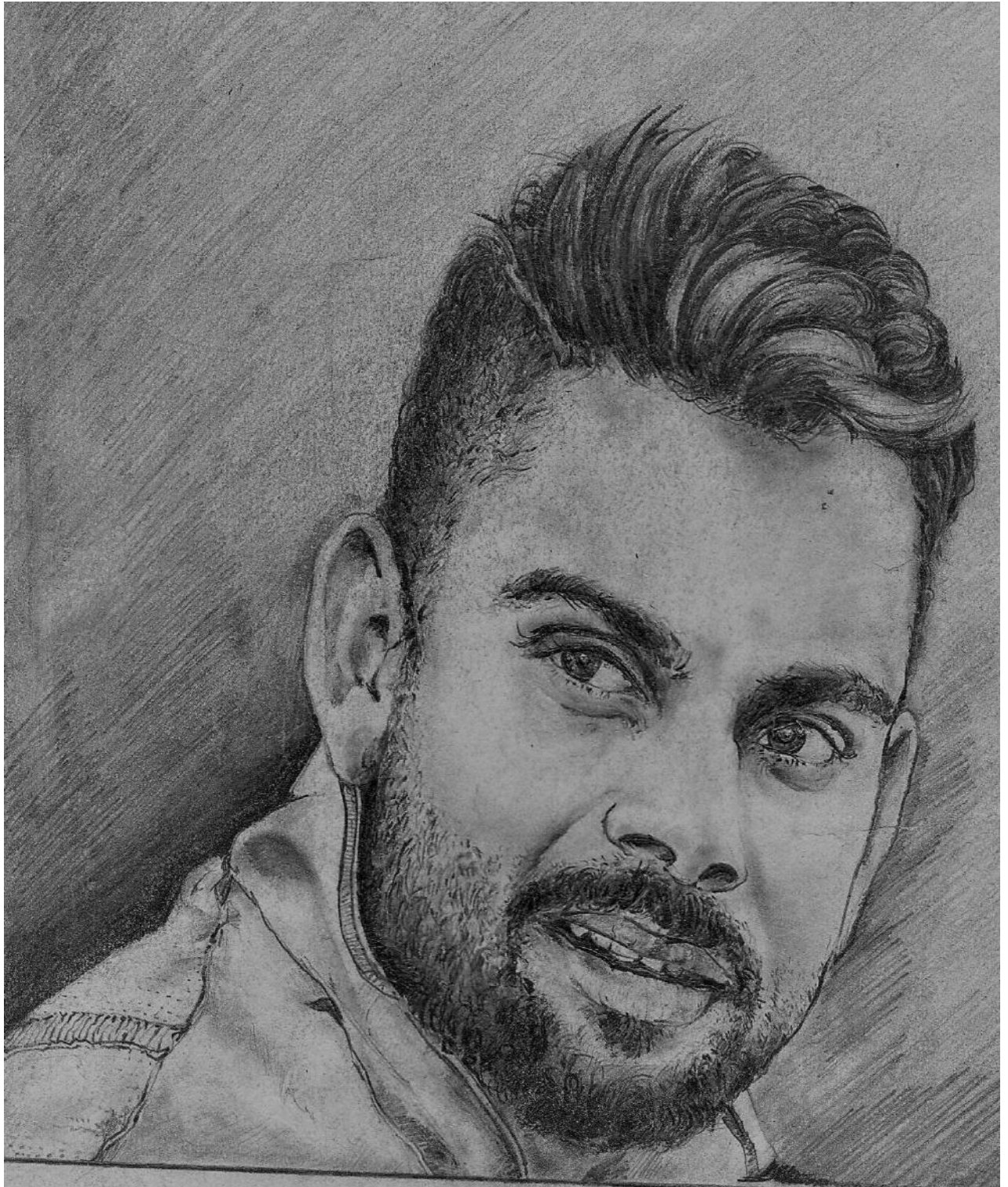
ARINDAM MUNDA

MECHANICAL ENGINEERING (2ndYEAR)



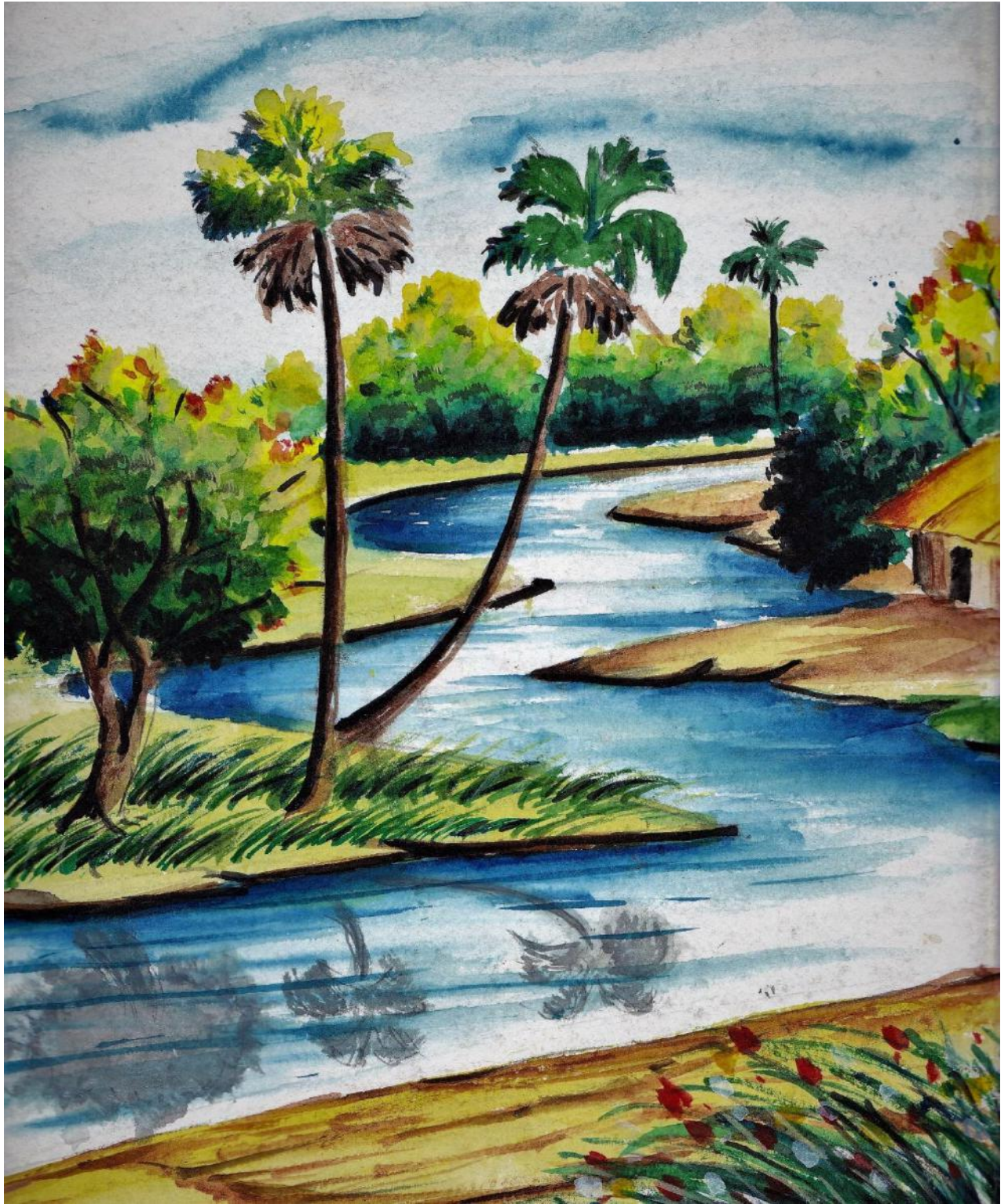
ARINDAM MUNDA

MECHANICAL ENGINEERING (2nd YEAR)



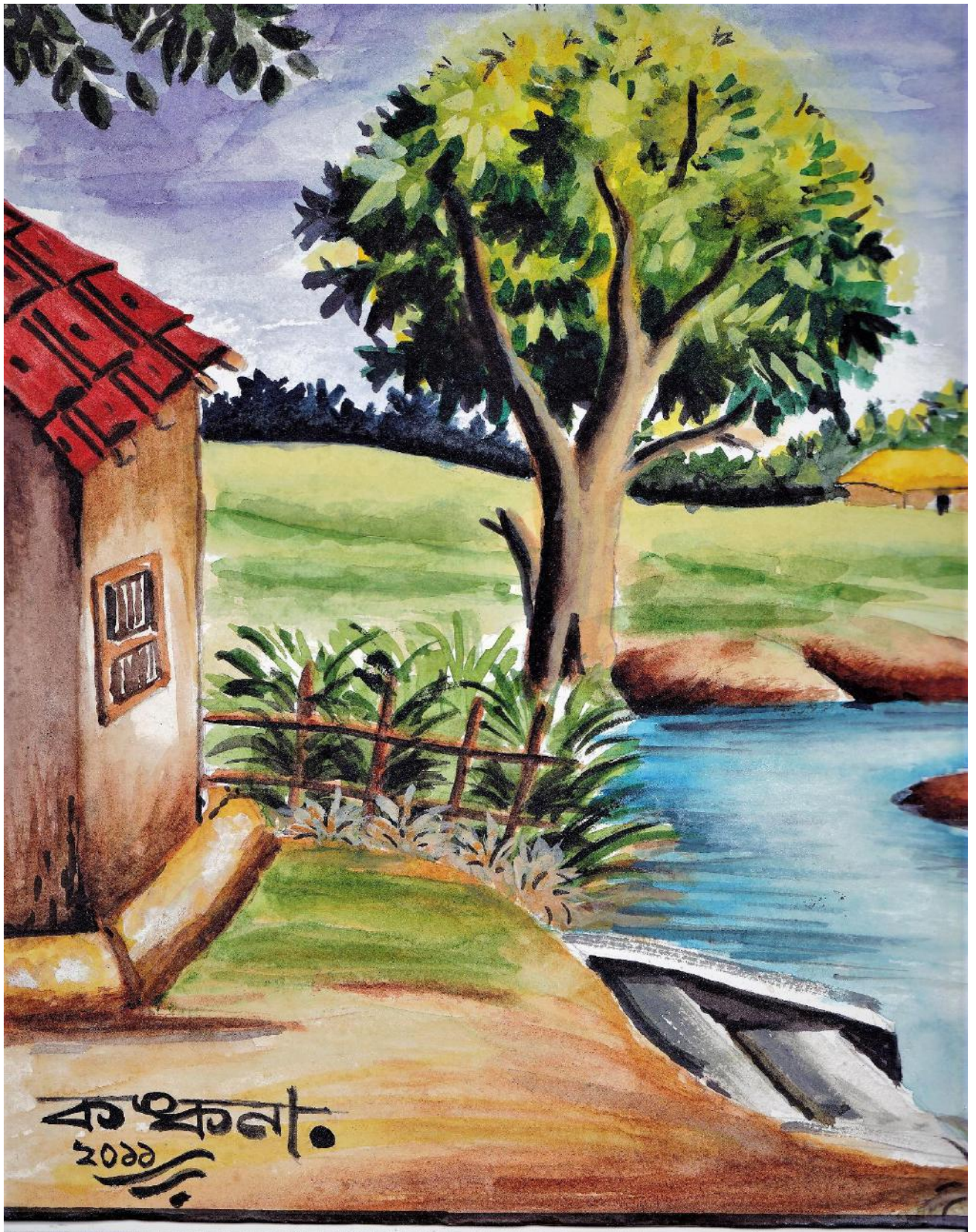
ABHIJIT ARMAKAR

TEXTILE TECHNOLOGY (1st YEAR)



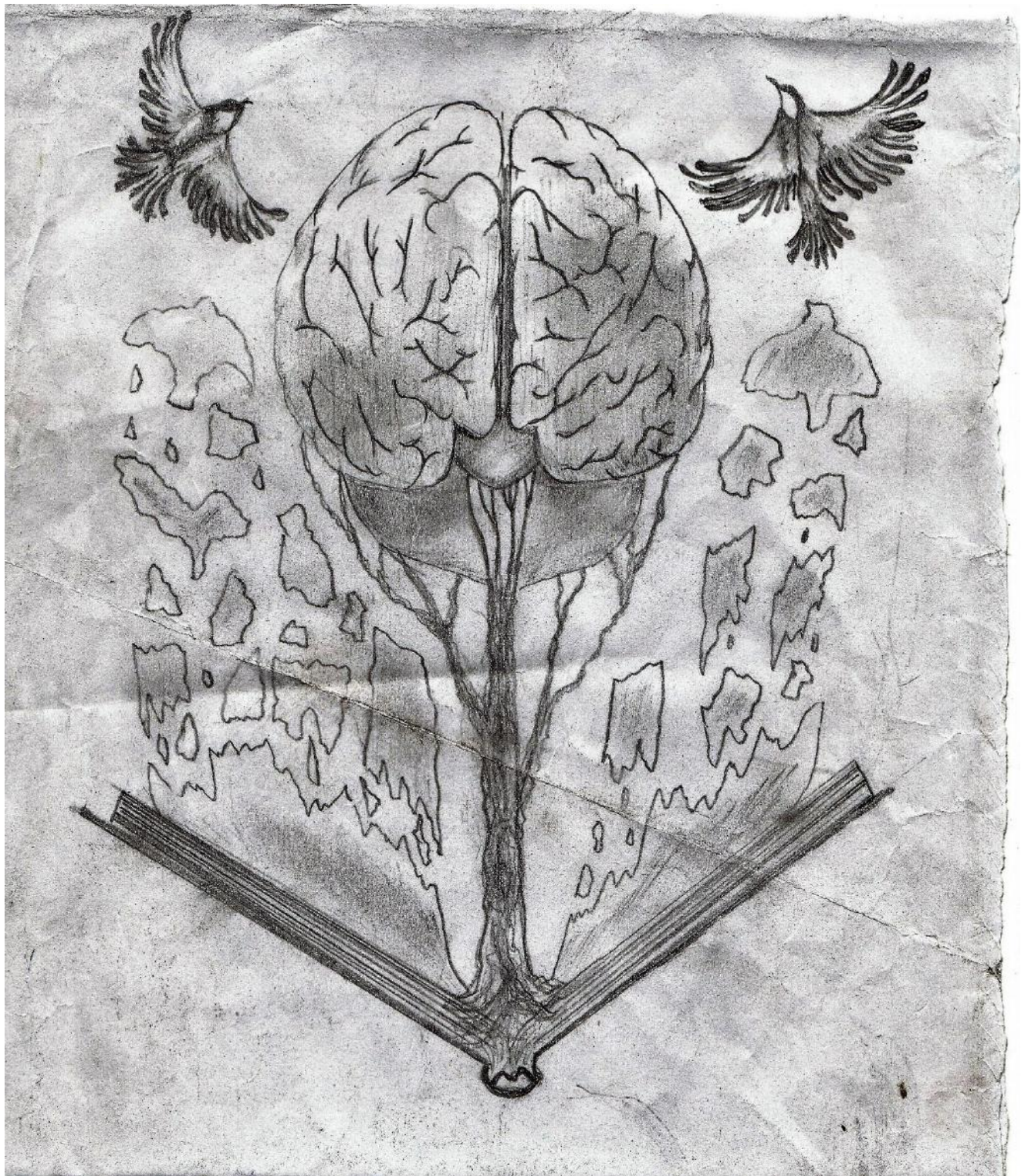
KANKANA BOSE

TEXTILE TECHNOLOGY (1st YEAR)



KANKANA BOSE

TEXTILE TECHNOLOGY (1ST YEAR)



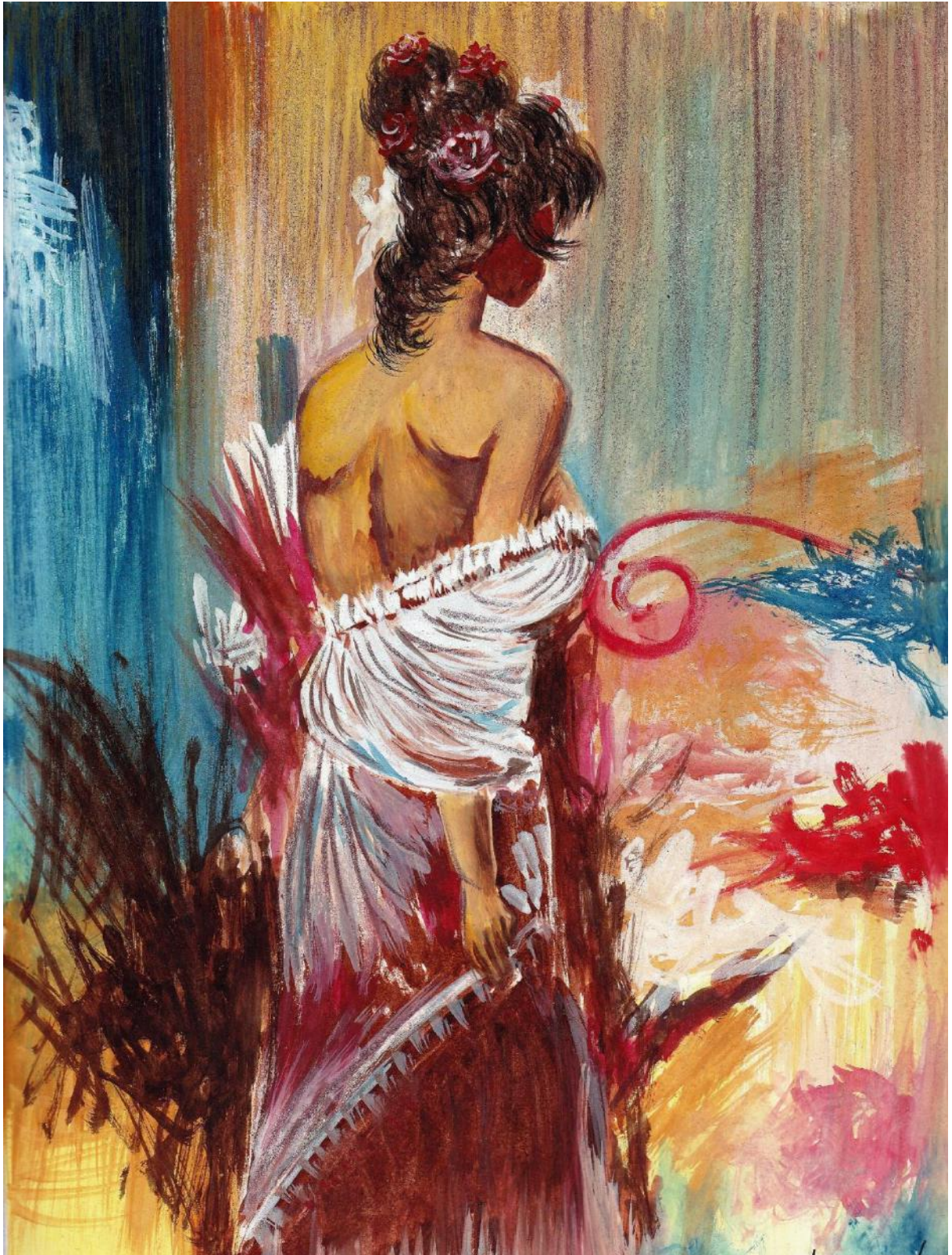
PUSHPAL SABUI

TEXTILE TECHNOLOGY (1stYEAR)



RAJ KUMAR DAS

TEXTILE TECHNOLOGY (1st YEAR)



ARINDAM MUNDA

MECHANICAL ENGINEERING (2ndYEAR)

